দৈনিক ইত্তেফাক

পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

ঘন ঘন হরতাল : হুমকির মুখে শিক্ষাব্যবস্থা

তিন মাসে ক্লাস মাত্র ২০ দিন

রাকিব উদ্দিন

বিএনপি, জামায়াত-শিবির ও হেফাজতে ইসলামের ঘন ঘন হরতালে হুমকির মুখে পড়েছে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা। ২০১৩ শিক্ষাবর্ষের তিন মাসেরও বেশি সময় অতিবাহিত হলেও স্কুলে ক্লাস হয়েছে মাত্র ২০ থেকে ২৫ দিন। এভাবে হরতাল ও রাজনৈতিক সহিংসতার কবলে পড়ে ভেঙে পড়ছে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম। স্থবির হয়ে পড়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উঠছে শিক্ষকদের পাঠদান। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষা প্রশাসন। গত ১ এপ্রিলে শুরু হওয়া এইচএসসির দুটি পরীক্ষার তারিখ হরতালের কারণে পিছিয়ে দিতে বাধ্য হন শিক্ষা কর্তৃপক্ষ। সব মিলিয়ে ঘন ঘন হরতাল ও ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে ভয়াবহ সংকটে পড়ছে শিক্ষাব্যবস্থা।

দেশের সচেতন মানুষ, অভিভাবক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা পরীক্ষার সময়ে হরতাল না ডাকতে অনুরোধ জানালেও রাজনৈতিক দলগুলো তা আমলেই নিচ্ছে না। এতে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উৎকণ্ঠায় আছেন অভিভাবকরা। দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেখার স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে হরতালের মতো গণবিরোধী কর্মসূচি দিয়েই যাচ্ছেন বিএনপি-জামায়াত ও অন্য দলগুলো। গত কয়েক মাস ধরে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একদিন, দু'দিন কিংবা টানা তিন দিনের হরতালের কবলে পড়ছে দেশ। হরতালের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের কোচিং সেন্টার কিংবা প্রাইভেট টিউটরের কাছে পাঠাচ্ছেন। তবে বিপাকে পড়েছেন সাধারণ, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত অভিভাবকরা। তাদের পক্ষে সন্তানদের কোচিং সেন্টার বা প্রাইভেট শিক্ষকদের কাছে পাঠানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছে। তারা এ থেকে পরিত্রাণের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি হরতালের বিকল্প কর্মসূচি দেয়ার অনুরোধ করেছেন।

এইচএসসি পরীক্ষা

মঙ্গলবার থেকে গতকাল পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত ১৮ দলীয় জোটের টানা ৪৮ ঘণ্টার হরতাল শেষ হয়েছে। আজ আবার হরতাল করছে উগ্র ছাত্রশিবির। এই পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবারের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও সমমানের পরীক্ষা স্থগিত

ক্লাস : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

ক্লাস : মাত্র ২০ দিন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করা হয়েছে। এই পরীক্ষা হবে আগামী ১৩ এপ্রিল শনিবার। হরতালের জামায়াত-শিবিরের নাশকতার আশঙ্কায় আজকের (বৃহস্পতিবার) পরীক্ষাও স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছে শিক্ষা প্রশাসন। আজকের সকল পরীক্ষা নেয়া হবে আগামী ১৯ এপ্রিল শুক্রবার।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের সমন্বয়কারী প্রফেসর তাসলিমা বেগম গতকাল সংবাদকে এ তথ্য জানিয়ে বলেন, 'পরবর্তীতে আরও কোন পরীক্ষার দিন যদি হরতাল হয়, সেসব পরীক্ষাও বন্ধের দিন শুক্র ও শনিবার নেয়া হবে'।

তিনি বলেন, 'বারবার পরীক্ষার রুটিন পরিবর্তন করলে পরীক্ষার্থীদের মনোযোগ বাধাগ্রস্ত হয়। এরপরও আমরা নিরুপায় হয়েই রুটিন পরিবর্তন করছি। এতে করে রুটিনে ঘোষিত সময়ের মধ্যে পরীক্ষা শেষ হলে পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যেই ফল প্রকাশ করতে পারব আমরা'।

মেহেরুন নেছা অর্পি এবার ভোলা জেলার হালিমা খাতুন গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে বাণিজ্য বিভাগে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। সে গতকাল সংবাদকে বলে, 'রুটিন অনুযায়ী একটানা পরীক্ষা হলে ভালো হতো। বারবার রুটিন পরিবর্তনের ফলে পড়ালেখায় মনোযোগ ব্যাহত হচ্ছে। এখন কোনটা রেখে কোনটা পড়ব ভেবে পাচ্ছি না'।

বিপন্ন স্কুল-কলেজের শ্রেণী কার্যক্রম

রাজধানীর বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা জানায়, অতীতে রাজনৈতিক দলের হরতালে সহিংসতা, মারামারি ও বোমাবাজি অনেক কম হতো। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বিএনপি ও জামায়াত-শিবিরের হরতালে সহিংসতা ও বোমাবাজি অনেক বেশি হচ্ছে। এমনকি কোমলমতি স্কুল ছাত্রছাত্রীরা হরতালকারীদের বাধার মুখে পড়ছে। হরতালে স্কুল খোলা রাখায় গত মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর দক্ষিণ বনশ্রী মডেল হাইস্কুলের সামনে তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায় স্থানীয় বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাসীরা।

বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক সংবাদকে জানান, হরতালে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে আসতে পারে না। এতে করে শ্রেণী শিক্ষকরা কাউকে বঞ্চিত রেখে সিলেবাস শেষ করতে পারছে না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই হরতালে শ্রেণী কার্যক্রম বন্ধ থাকে। তবে রাজধানীর পাড়ামহল্লার স্কুলগুলোতে হরতালে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের উপস্থিতি কিছু বেশি থাকে।

এ বিষয়ে মিরপুর বাংলা উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ কমরউদ্দিন হাওলাদার সংবাদকে বলেন, 'হরতালে আমরা স্কুল খোলা রাখি। কিন্তু জামায়াত-শিবিরের নাশকতার ভয়ে অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে উৎকণ্ঠায় থাকে। আর পুলিশি গ্রেফতারের ভয়ে অপেক্ষাকৃত বড় অর্থাৎ অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্ররা স্কুলে আসতে চায় না'।

তিনি বলেন, 'বর্তমানে যেভাবে প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে হরতাল দেয়া হচ্ছে, তাতে অদূরভবিষ্যতেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর দীর্ঘমেয়াদি মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে'।

মিরপুর-১১ নম্বরে অবস্থিত আল্লাহ একাডেমি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম রনি গতকাল সংবাদকে বলেন, 'হরতাল ও রাজনৈতিক সহিংসতায় শিক্ষা কার্যক্রম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ২০১৩ শিক্ষাবর্ষের অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার সময় আছে দুই মাসেরও কম। কিন্তু গত ১ জানুয়ারি নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হলেও একাডেমিক কার্যক্রম হয়েছে অল্প কয়েকদিন'। তিনি দেশের চলমান রাজনৈতিক সহিংসতা নিরসনে প্রধান দুই রাজনৈতিক দলকে সমঝোতায় আসার অনুরোধ জানান।

এসএসসি পরীক্ষার সময়েও ছিল হরতাল

আন্তঃশিক্ষা শিক্ষা বোর্ড জানায়, বিএনপি, জামায়াত-শিবির ও ধর্মভিত্তিক দলগুলোর হরতালের কারণে চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছিল এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। কমপক্ষে সাতটি পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়। এরমধ্যে জামায়াত-শিবিরের ডাকা হরতালের কারণে গত ৫ ফেব্রুয়ারির এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা নেয়া হয় গত ৮ ফেব্রুয়ারি, ধর্মভিত্তিক কয়েকটি রাজনৈতিক দলের ডাকা হরতালের জন্য গত ২৪ ফেব্রুয়ারির পরীক্ষা নেয়া হয় গত ১ মার্চ, জামায়াত-শিবিরের ডাকা হরতালে গত ২৮ ফেব্রুয়ারির পরীক্ষা হয় গত ৮ মার্চ এবং গত ৩ মার্চের পরীক্ষা হয় গতকাল ৯ মার্চ। বিএনপির ডাকা হরতালের কারণে গত ৫ মার্চের পরীক্ষা হয় গত ৬ মার্চ।

এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে এসএসসির ব্যবহারিক পরীক্ষার রুটিন পরিবর্তন করতে বাধ্য হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বারবার পরীক্ষার রুটিন পরিবর্তনের ফলে এবার নির্ধারিত ৬০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশেও বিলম্ব হতে পারে বলে শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। কারণ হরতালের কারণে পরীক্ষার খাতা পরীক্ষকদের কাছে বণ্টন, খাতা পরিবহন ও শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড জানায়, দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক, এসএসসি (ভোকেশনাল), মাদ্রাসার এবতেদায়ী, দাখিল ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরে তিন কোটি ৬৮ লাখ ৮৬ হাজার ১৭২ জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছে। এছাড়া ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ২০ লাখ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীভুক্ত বিভিন্ন কলেজে প্রায় ১৪ লাখ, বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় তিন লাখসহ বাংলাদেশের প্রায় সোয়া চার কোটি শিক্ষার্থী আছে। রাজনৈতিক দলগুলোর অবিবেচক হরতালের কারণে শিক্ষার্থীদের পাঠদান চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।